যুগান্তর

তারিখ ... 06 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ... 2 ... কলাম ... 1-6 ...

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে বাঙালি সংস্কৃতির সৌন্দর্য বেড়েছে

আহমদ রফিক

কবি, প্রাবন্ধিক ও কলামিস্ট হিসেবে খ্যাত আহমদ রফিকের জন্ম ১৯২৯ সালে। তিনি বাহান্নর ভাষা আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক। সাহিত্যের নানা শাখা সমৃদ্ধ হয়েছে তার কাজের মাধ্যমে। তবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিষয়ে গবেষণা তার বিশেষ কৃতিত্ব। টেগোর রিসার্চ ইন্সটিটিউট তাকে রবীন্দ্রত্বাচার্য উপাধিতে ভূষিত করে। ২৫ বৈশাখ সামনে রেখে তার সঙ্গে কথা হয় রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রভাব এবং বর্তমানে রবীন্দ্রচর্চা বিষয়ে। সেই আলোচনার অংশবিশেষ পত্রস্থ হল। **বি.স.**

জুননু রাইন : *বাঙালি শিল্প-সংস্কৃতির ব... অংশ ধারণ করে আছে রবীন্দ্রসাহিত্য। বিশ্বায়নের ফলে বিদেশী সংস্কৃতির জোয়ারে ভাসছে তরুণ স... জ। এই পরিস্থিতিতে রবীন্দ্রচর্চার বর্তমান অবস্থা কিভাবে মূল্যায়ন করবেন?*

আহমদ রফিক : এখন বিজ্ঞানের যুগ। অন্যান্য সময়ের তুলনায় রবীন্দ্রচর্চা কম হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য আমাদের বাঙালি সংস্কৃতির আধার এবং রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে এসে বাঙালি সংস্কৃতির সৌন্দর্য বেড়েছে। রবীন্দ্রজীবনের বিশদ পাঠ নিতে গেলে দেখা যায়, একদিকে বহুমাত্রিক সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে তার কৃতিত্ব যেমন অসামান্য, তেমনি অন্যদিকে গ্রামবাংলার রূপময় প্রকৃতি এবং সাদামাটা জনজীবনের প্রতি তার আকর্ষণ ছিল সমান গভীর। গ্রামবাংলার জীবন ও জনপদ সম্পর্কে প্রথম অভিজ্ঞতা যেমন তাকে অভিভূত করে, সাহিত্য সৃষ্টিতে অভিনবত্বের প্রকাশ ঘটায়, তেমনি গ্রামীণ জীবনের বিপর্যস্ততাও তাকে আহত করে। নদীম... প্রকৃতিঘেরা এই ভূখণ্ডের মানুষের সব আচার-আচরণ ভালো-মন্দের সঙ্গে রবীন্দ্রসাহিত্য জড়িত। ... বিষয়টি তরুণদের বোঝাতে হবে। আর এর দায়িত্ব সবার, লেখক, সাংবাদিক থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরও দায়িত্ব তরুণদেরকে নিজেদের সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পর্কে দায়িত্বশীল করে তোলা।

উচ্চশিক্ষায়তনে বাংলা ভাষার চর্চা নেই বললেই চলে। ৯০টিরও বেশি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। এর মধ্যে মাত্র ৪-৫টিতেই বাংলা বিভাগ আছে। এরকম পরিস্থিতিতে বাংলা ভাষা এবং রবীন্দ্রচর্চার ভবিষ্যৎ নিয়ে কী মনে হয়?

: এটা অবশ্যই দুঃখজনক বিষয়। আমরা কতটা আত্মঘাতী জাতি এটি তার একটি বড় উদাহরণ। কোনো কোনো মহল থেকে বলা হচ্ছে বাংলা ভাষার জব মার্কেট নেই। অথচ আমাদের সময়ে দেখেছি, এর পরও দেখেছি যে বাংলায় পড়ে মানুষ ব্যাংকে চাকরি করছে, দর্শনে পড়ে ব্যাংকে চাকরি করছে, এমনকি কেমিস্ট্রি পড়েও ব্যাংকে চাকরি করছে। মানুষ তো শুধু চাকরির জন্যই পড়ে না, পড়ে শিক্ষিত হওয়ার জন্যও। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাটি প্রতিনিয়ত মেরুদণ্ডহীন হয়ে-পড়ছে। এবং এটা হচ্ছে উপরের শ্রেণীর আন্তরিকতার অভাবে। তাদের আন্তরিকতা থাকলে জব মার্কেটের অজুহাত দিতে হতো না। তারা চাইলে সিলেবাসকে সময় উপযোগীও করে নিতে পারে। তারা যদি বিশ্বসাহিত্যের অংশটুকু ইংরেজি মাধ্যমে পড়ায়, তাহলেই তো ইংরেজিটা ছাত্র-ছাত্রীদের জানা হয়ে যায়। তারা চাইলে সময়ের দাবি মেটাতে কম্পিউটারের কিছু কোর্সও এখানে যোগ করতে পারে। আসলে ২০০ বছরের বিদেশী সংস্কৃতির দাসত্ব করায় দাস মানসিকতাটা এখনও যায়নি।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বর্তমান এই খারাপ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসা এবং রবীন্দ্রচর্চা বাড়ানোর ক্ষেত্রে কী করার আছে?

: এককালে শহরে, মফস্বল শহরে এবং গ্রামেও অনেক পাঠাগার ছিল, এখন এগুলো বিলুপ্ত প্রায় অথচ বাংলাদেশ হওয়ার পরে পাঠাগারের সংখ্যা বহু গুণে বেড়ে যাওয়ার কথা ছিল। সেটা হয়নি, আমরা দেখতে পাচ্ছি তার উল্টোটা। এখানে করার মতো অনেক কাজ আছে। পুরনো পাঠাগার বা লাইব্রেরিগুলো চালু করা, নতুন পাঠাগার তৈরি করা, সেখানে রবীন্দ্রসাহিত্যের পাঠের ব্যবস্থা করা, বিতর্কের আয়োজন করা। রচনা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা। স্কুলগুলো থেকে স্কুল ম্যাগাজিন বের করার সেই নিয়মটি আবার ফিরিয়ে আনা। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে দেশ-ভাষা এবং বাঙালি জাতীয়তার প্রতি ভালোবাসাটা অনুভব করতে হবে। তাদের একটু সদিচ্ছাই এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট।

রবীন্দ্রনাথের জন্ম-মৃত্যু বিষয়ে রেডিও টেলিভিশনগুলোর আয়োজন রবীন্দ্রচর্চার প্রসারে কতটুকু ভূমিকা রাখছে?

: এ সব আয়োজনে রবীন্দ্রসাহিত্য, রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন মানুষের কাছে বারবার নতুন আঙ্গিকে পৌঁছতে পারে, এটা তাদের ভালো ভূমিকা অবশ্যই। কিন্তু সেটি প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। শুধু জন্ম-মৃত্যুতে কেন? কেন সব সময় নয়? রবীন্দ্রসাহিত্যে আনন্দ-বিনোদন ভালোবাসা থেকে জীবনের নানা ব্যাখ্যা, বিরহ-বিষাদ, কী নেই? এই বিষয়গুলো ভাবতে হবে। এই সচেতনতার প্রকাশ ঘটাতে পারলে বিদেশী সংস্কৃতির আগ্রাসন থেকে রক্ষা পেতে পারে ভাষা সাহিত্য এবং আমাদের সংস্কৃতি।

○ **শ্রুতিলেখন মেহেদী হাসান**